150840 - কোনে মুসলমানরে জন্য অমুসলমিরে ঘরে অবস্থান করা ও সখোনে নামায পড়া কি জায়যে?

প্রশ্ন

আমরা মুসলমান হসিবে অমুসলমিদরে ঘরে অবস্থান করা ও তাদরে ঘরে নামায আদায় করা কি আমাদরে জন্য জায়যে হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমানরে জন্য অমুসলমিরে ঘরে অবস্থান করা— স ঘর ক্রয় করা কংিবা ভাড়া নয়োর মাধ্যমে— জায়যে। স ক্ষত্ের ঐ মুসলমানরে কর্তব্য হবে ঘরটকি পবত্রি কর নয়ো; কনেনা স ঘরে শরিক ও পাপকর্মরে আলামতগুলো থকে যতে পারে; যমেন হারাম ছব থাকা কংিবা মদজাতীয় কোন নাপাকী থাকা।

আর যদি স অবস্থান আতথিয়েতার সূত্র, বন্ধুত্বরে সূত্রে কংিবা পরচিতিরি সূত্রে হয় তাহল এমন অবস্থান একান্ত নরিুপায় অবস্থা ও প্রয়োজনরে তাগদি ছাড়া যনে না হয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়া সাল্লাম সাধারণভাবে বলছেনে: "তুমি মুমনি ছাড়া অন্য কারো সাথী হবে না। আর মুত্তাকী ছাড়া অন্য কউে যনে তোমার খাদ্য না খায়"।[সুনান তরিমযি (২৩৯৫), আলবানী হাদসিটকি হাসান বলছেনে]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়া সাল্লামরে বাণীতে আরও এসছে- "ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মরে অনুসারী হয়। কাজইে, তোমাদরে দখো উচতি— কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।"[সুনান আবু দাউদ (৪৮৩৩), আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদসিটকি হাসান আখ্যায়তি করছেনে]

আওনুল মাবুদ গ্রন্থে বলা হয়ছে— ব্যক্তি যনে ভবে-চেন্তিে দখে স কার সাথে বন্ধুত্ব করছে: অতএব যার দ্বীনদারি ও চরত্রিরে প্রতি স সন্তুষ্ট হয় তার সাথে বন্ধুত্ব গড়বে। আর যদি তার দ্বীনদারি ও চরত্রিরে প্রতি সন্তুষ্ট না হয় স যনে তাক পরহিার কর। কারণ মানব প্রকৃতি প্রভাবতি হয়ে থাকে।[সমাপ্ত]

আর অমুসলমিদরে ঘরে নামায আদায় করতে সমস্যা নইে; যদি যে স্থানটতি নামায পড়ছে স স্থানটি পবত্রি হয় এবং স স্থানে কোন ছবি বা মূর্তি না থাকে; যগুলোকে তারা সম্মান কর থাকে, পূজা কর থাকে। যহেতেু এ সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়া সাল্লামরে বাণীটি সাধারণ: "আমার জন্য গোটা জমনিকে সজেদার স্থান ও পবত্রি করা হয়ছে। সুতরাং আমার উম্মতরে য কোন ব্যক্তি যখোনে থাকুক না কনে নামাযরে সময় হল স যনে নামায আদায় কর।"[সহহি

বুখারী (৩২৩) ও সহহি মুসলমি (৮১০)]

অতএব, গোটে পৃথবিী সজেদারস্থান। মুসলমিরে জন্য গোটো পৃথবীতে নামায পড়া জায়যে। তবে দললি-প্রমাণে যদি বশিষে কোনে স্থানকে বাদ দয়ে সস্থোনগুলো ছাড়া; যমেন- কবরস্থান, হাম্মামখানা ও উট বাঁধারস্থান ইত্যাদি। আরও জানতে দখেুন 13705 ও 140208 নং প্রশ্নোত্তের।

ইবনে আব্দুল বার্র ‘তামহীদ’ নামক গ্রন্থে (৫/২২৭) বলনে:

ইমাম বুখারী উল্লখে করছেনে য,ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বধির্মীদরে উপাসনালয়ে নামায পড়তনে; যদি সখোনে মূর্তি না থাকত। আইয়ুব, উবাইদুল্লাহ বনি উমর ও অন্যান্যরা নাফে থকেে তনি উমর (রাঃ) এর আযাদকৃত দাস আসলাম থকেে বর্ণনা করনে য,ে উমর (রাঃ) যখন শামে আসলনে তখন খ্রস্টিানদরে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে নমিন্ত্রণ করল। তখন উমর (রাঃ) বললনে: আমরা তোমাদরে গীর্জাগুলোতে প্রবশে করি না ও সখোনে নামায আদায় করি না সগেুলোতে ছবি ও মূর্তি থাকার কারণে।

সুতরাং বুঝা গলে, উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কবেল মূর্তি থাকার কারণে সখোনে নামায আদায় করাকে মাকরূহ মনে করতনে।

অতএব, নামাযরে স্থানে যদি মূর্তি বা এ জাতীয় কছিু না থাকে এবং স্থানটি পবত্রি হয় তাহলে সখোনে নামায পড়া জায়যে।

আল্লাহই ভাল জাননে।